ইসকনের কর্তৃপক্ষ ধারার সংহতি সাধন

প্রস্তাবনা ঃ এই লেখাটি ইসকন জিবিসি'র ভোটের দ্বারা সমর্থিত হয়েছে এবং এখন তা আনুষ্ঠানিকভাবে জিবিসি শাসন প্রণালী সংক্রান্ত নিবন্ধ। নিম্নে এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য এবং এক্তিয়ার নিয়ে আরও বিস্তারিত তথ্য প্রদান করা হল ঃ

'কর্তৃপক্ষ ধারা' বিষয়টি এক ঐতিহ্যগত বিষয় কিংবা উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিষয়। এই "ঐতিহ্য" বা "উত্তরাধিকার" কথাটির দ্বারা আমরা ঐ সমস্ত বিষয়কে বুঝাচ্ছি যেগুলি ইসকনের ভবিষ্যৎ সুরক্ষার মূল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এগুলি হচ্ছে সেই বিষয় যা ভাবী বংশ পরম্পরার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক বলে গণ্য হবে। কিভাবে উপস্থাপিত হলে এগুলি শ্রীল প্রভুপাদের উদ্দেশ্য এবং অভিপ্রায়কে প্রতিফলিত করবে, তাই এই লেখার মাধ্যমে প্রকাশিত হবে।

এই "কর্তৃপক্ষ ধারা" সংক্রান্ত লেখাটি এই বিষয়ের সম্পূর্ণ এবং চূড়ান্ত বক্তব্য নয়। বরং এটি হচ্ছে একটি ভাল রকমের প্রথম পদক্ষেপ। জিবিসি সদস্যরা সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাশা করেন যে এই লেখাটি পরিবর্তন-পরিবর্ধন হবে, আরও বোধগম্য করা হবে এবং যথাসময়ে আরও বিকশিত হবে।

এই নিবন্ধের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে গুরু, পরিচালক এবং শিষ্যদের আচরণবিধি নির্ধারণ করা। এইসব বিধির অনুশীলন প্রয়োগ আরম্ভ করার মাধ্যমে জিবিসিরা অনেক মূল্যবান মন্তব্য ও পরামর্শ লাভ করবেন যাতে জানা যাবে কোথায় এই লেখাটি কার্যকর হচ্ছে এবং কী কী বিষয়ের সংশোধন পরিবর্ধন এবং বিকাশ সাধন করতে হবে।

এই বিষয়টির ইতিহাস

কয়েক বছর আগে, জিবিসি সদস্যরা ইসকনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে এক শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রকল্পের বিকাশ সাধন করার কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন। এই আন্দোলনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তারা নির্বাচন করেছিলেন এবং ঐ সমস্ত বিষয় নিয়ে পর্যালোচনা করার জন্য তারা বিভিন্ন কমিটি তৈরি করেছিলেন। এরকম একটি কমিটিকে ইসকন অভ্যন্তরে বিপথগামী কর্তৃপক্ষ ধারা সম্পর্কে গবেষণা করার এবং তাঁদের মধ্যে মতানৈক্যের সমাধান করার ব্যাপারে এক পদ্ধতি নির্ধারণের প্রস্তাব পেশ করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল। এই কমিটির সদস্যদের মধ্যে ছিলেন ভানু স্বামী, গুরুপ্রসাদ স্বামী, প্রহ্লাদানন্দ স্বামী, রামাই স্বামী, শিবরাম স্বামী, বদ্রীনারায়ণ দাস এবং পরবর্তীকালে নিরঞ্জন স্বামী। বিস্তারিত আলোচনার পর, এই কমিটির সদস্যরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, ইসকনের মধ্যে গুরুরা যখন স্বাধীন কর্তৃপক্ষের মতো আচরণ করেন, তাতে যে উদ্বেগ সৃষ্টি হয়, সেটিই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়।

এই নিবন্ধের প্রধান আলোচন্য বিষয়

সুতরাং এই প্রবন্ধের প্রধান আলোচ্য বিষয় হবে শুধুমাত্র সেই সমস্ত নীতির নির্ধারণ করা যেগুলি ইসকনের দীক্ষাগুরু, শিক্ষাগুরু, দীক্ষা এবং শিক্ষা গুরুর অধীন শিষ্যবর্গ, এলাকা ভিত্তিক জিবিসি, আঞ্চলিক সচিব, মন্দির অধ্যক্ষ এবং ইসকন অনুমোদিত অন্যান্য পরিচালক গোষ্ঠী—সকলেরই মেনে চলা উচিত। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে গুরুবর্গ এবং পরিচালকবর্গের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির প্রতিরোধ গড়ে তোলা এবং তাদের যৌথ তত্ত্বাবধানে লালিত ভক্তদের উপর এই সম্ভাব্য ভুল বোঝাবুঝির প্রভাবকে কমিয়ে আনা।

গুরুদেব মানে দীক্ষা গুরু, শিক্ষা গুরু অথবা উভয়ই

এটা লক্ষণীয় যে এখন থেকে যদি বিশেষভাবে উল্লেখ না করা হয়, তাহলে যখনই আমরা "গুরুদেব" কথাটি ব্যবহার করব, তখন আমরা দীক্ষাগুরু এবং শিক্ষাগুরু উভয়কেই নির্দেশ করব (যে সমস্ত পরিচালকরা গুরুর ভূমিকায় রয়েছেন তাদেরকেও নির্দেশ করা হবে)। উপরন্তু যখনই আমরা "পারমার্থিক কর্তৃপক্ষ" কথাটি ব্যবহার করব তখন আমরা যে কাউকে (গুরু অথবা পরিচালক) নির্দেশ করব যার শিক্ষা এবং দৃষ্টান্ত কোনও ভক্তের হৃদয়ে ভক্তিমূলক সেবার প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের ভিত্তি স্থাপন করেছে এবং যিনি এখনও সেই ভক্তের বিশ্বাসের ভিত্তি নির্মাণ করে চলেছেন।

ইসকনের আভ্যন্তরীণ কর্তৃপক্ষ

এই প্রবন্ধটি ইসকনের পরিচালন ব্যবস্থা সম্পর্কে কোনও বিস্তারিত বা সুনির্ধারিত বিশ্লেষণ নয়, অথবা গুরুতত্ত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত কোনও বিশ্লেষণও নয় অর্থাৎ গুরুর প্রয়োজনীয় যোগ্যতা এবং কর্তব্য এবং গুরু নির্বাচন সম্পর্কিত

কোন বিশ্লেষণও এখানে নেই।

এই প্রবন্ধের মূল আলোচ্য হচ্ছে ঃ যে কোনও ভক্ত, তা তিনি দীক্ষাগুরুই হোন, শিক্ষাগুরুই হোন, সন্ন্যাসী, জিবিসি, এলাকা ভিত্তিক সচিব, আঞ্চলিক সচিব, মন্দির অধ্যক্ষ, মন্দিরের বাইরে বসবাসকারী ভক্ত গোষ্ঠির নেতা, কিংবা ইসকনের অভ্যন্তরে যে কোনও রকমের কর্তৃত্ব বা পদ নিয়েই থাকুন না কেন, তার কর্তৃত্ব বা পদ ততক্ষণই সম্পূর্ণ যতক্ষণ তিনি জিবিসি নেতৃবৃন্দের অধীনে শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষা অনুসারে ইসকনে সেবা দান করছেন। এই সিদ্ধান্তকে স্থাপন করতে হলে আমাদের মনে হয় কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল প্রভুপাদ যেভাবে তাঁর শিক্ষায় অবিরাম এবং সুস্পষ্টভাবে এই নীতিকে স্থাপন করেছেন এবং যে সমস্ত অধিকাংশ (Office) দলিলে তিনি স্বয়ং স্বাক্ষর করেছেন, সে সব বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা ছাড়া আমাদের আর কিছু করার প্রয়োজন হবে না। শ্রীল প্রভুপাদ এইভাবে স্পষ্টরূপে জিবিসিকে চূড়ান্ত পরিচালনা সংক্রান্ত কর্তৃপক্ষরূপে স্থাপন করেছেন এবং তিনি একথাও নির্দেশ করেছেন যে ইসকনের যে সমস্ত ভক্তরা গুরুরূপে সেবা দান করছেন তাদের সহ সমগ্র ইসকন ভক্তদের শিক্ষা প্রদান করার দায়িত্ব জিবিসি'র এক্তিয়াভুক্ত।

সাংবাদিক ঃ আপনার আন্দোলনের প্রধান শিক্ষক রূপে আপনার উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য কাউকে মনোনয়ন করা হয়েছে কি?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ আমি কয়েকজনকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছি। অর্থাৎ কিছু অগ্রণী শিষ্যদের শিক্ষা দিচ্ছি যাতে তারা খুব সহজেই এই দায়িত্ব নিতে পারে। আমি তাদের জিবিসি রূপে নিযুক্ত করেছি।

অন্যভাবে বলা যায়, যদিও ইসকনে জিবিসি হচ্ছে পরিচালন সংক্রান্ত কর্তৃপক্ষ, তবুও তাদের কাজ শুধু পরিচালনা করাই নয়, কিন্তু শিক্ষাদান করাও।

(সাংবাদিকদের Foot Note সঙ্গে নিজ কক্ষে সংলাপ, লজ এঞ্জেলস, ৪ঠা জুন ১৯৭৬)

কর্তৃপক্ষের দুটি ধারা

যেহেতু প্রত্যেক ভক্তই উর্ধতন আধিকারিক থেকে পারমার্থিক অনুপ্রেরণা লাভ করে থাকে, ইসকনে তাই কর্তৃপক্ষের দুটো ধারা রয়েছে এবং তাদের প্রতিনিধিরাও রয়েছেন—একটি ধারা মূলত পারমার্থিক, অপরপক্ষে অন্য ধারাটি হচ্ছে মূলত পরিচালনা সংক্রান্ত। কর্তৃপক্ষের এই উভয় ধারাই তাদের স্বকীয় অনুপম ভঙ্গিতে অথচ পরস্পর নির্ভরশীল উদ্দেশ্য সাধনে আমাদের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্যের প্রতি আনুগত্য রেখে সেবা সম্পাদন করছেন। এই উভয় ধারাই তাদের অধীনস্থ ভক্তদের আশ্রয় দানের জন্য জিবিসির অনুমোদন প্রাপ্ত। এই আশ্রয় দান করা হয় উপদেশ প্রদান এবং দৃষ্টান্ত স্থাপনের মাধ্যমে। মূলত পারমার্থিক অথবা মূলত পরিচালনা সংক্রান্ত—এই পরিভাষায় পারমার্থিক কর্তৃপক্ষের দুটো পৃথক ধারার কথা উল্লেখ করে আমরা এটা বুঝাচ্ছি না যে পরিচালনা সংক্রান্ত আধিকারিক পারমার্থিক আধিকারিকের বিরোধী কিছু। আমরা এটাও বুঝাচ্ছি না যে পারমার্থিক ধারার কর্তৃপক্ষ কোনও না কোনভাবে অধিকতর সুযোগ পাচ্ছে কিংবা অপরিহার্যরূপে শুদ্ধতর।

"পরিচালনাও পারমার্থিক কার্য.....এটি শ্রীকৃষ্ণের সংস্থা।

"আমাদের প্রচার কার্যেও আমাদের কত বিষয়-সম্পত্তি ও টাকা পয়সা, কত বই আনা হল ও কত বই বিক্রি হল, ইত্যাদি সম্বন্ধে চিন্তা করতে হয়, কিন্তু যেহেতু এই সমস্ত বিষয় কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কিত, তাই তা কখনও জড়-জাগতিক বলে মনে করা উচিত নয়। এই প্রকার ব্যবস্থাপনায় মগ্ন হওয়া কৃষ্ণভাবনা থেকে ভিন্ন নয়।

(নিজ কক্ষে সংলাপ, Foot Note জানুয়ারী ১৬, ১৯৭৭ কলকাতা)

কেউ যদি নিষ্ঠা সহকারে বিধি নিষেধ গুলি পালন করে এবং প্রতিদিন ষোলমালা হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করে, তাহলে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচারের জন্য জড় জগতের সঙ্গে তার যে লেনদেন, তা কৃষ্ণভাবনামৃতের আধ্যাত্মিক অনুশীলন থেকে কোন মতেই ভিন্ন নয়।

পারমার্থিক সংস্থায় একজন পরিচালক কখনো শুধুমাত্র নিয়ম প্রবর্তন করে এবং বলপূর্বক নিয়ম চাপিয়ে দিয়ে তার কর্তব্য সম্পূর্ণ করতে পারেন না। এই সমস্ত নিয়মগুলিকে অবশ্যই পারমার্থিক ভিত্তির উপর স্থাপিত করতে হবে এবং এগুলির বাধ্যতামূলক প্রয়োগ অবশ্যই বৈষ্ণব আদর্শ অনুসারে কার্যকর করতে হবে। যে পরিচালক এই উপলব্ধি নিয়ে সেবা করছেন, তিনি সাধারণভাবে তাঁর অধীনস্থ ভক্তদের জন্য সম্পূর্ণ গুরুত্ব সহকারে পারমার্থিক আধিকারিকরূপে তাঁর কর্তব্য বহন করতে পারবেন। * (শ্রীমদ্ভাগবত ৫/১৬/৩)

আমাদের তাই পারমার্থিক এবং পরিচালনা সংক্রান্ত সেবার মধ্যে একতা দর্শন করা উচিত। তবে এদের মধ্যে কিছু পার্থক্যও রয়েছে এবং যুগপৎ এই একতা ও পার্থক্যকে উপলব্ধি করার জন্য এই দুটো পারিভাষিক কথা ব্যবহার করতে হবে ব্যাখ্যা সহযোগে।

পারমার্থিক আধিকারিক ধারা

এই পারমার্থিক কর্তৃপক্ষের ধারাটি শুরু হয় কৃষ্ণ থেকে এবং তা প্রবাহিত হয় ব্রহ্মা, নারদ এবং আমাদের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য শ্রীল প্রভুপাদের মাধ্যমে সমগ্র গুরুপরম্পরা ধারার মধ্য দিয়ে। যারা আমাদের সম্প্রদায়ের প্রতি আনুগত্য বজায় রাখেন এবং জিবিসি কর্তৃপক্ষের অধীনে সেবা করেন, তারাই ইসকনের ছত্রছায়ায় এই পারমার্থিক ধারায় আশ্রয় ও শিক্ষা প্রদানের জন্য অনুমোদন প্রাপ্ত হয়েছেন। এই পারমার্থিক ধারায় জিবিসি, জিবিসির এলাকাভুক্ত সচিব, গুরুদেব, সন্ন্যাসী, আঞ্চলিক সচিব, মন্দির অধ্যক্ষ, মন্দিরের বহিরাগত ভক্তগোষ্ঠির নেতা, ভ্রাম্যমান প্রচারক এবং ভক্তগোষ্ঠির প্রচারক—এদের সকলকেই অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন। বস্তুতপক্ষে যে কেউ সদ্‌গুরুর নির্দেশ কঠোরভাবে পালন করবেন, নীতিগত আদর্শ এবং তার বাস্তব দৃষ্টান্ত স্থাপনের মাধ্যমে, তাঁকেই এই পারমার্থিক ধারার আধিকারিক হিসাবে অনুমোদন করা যেতে পারে।

সাধারণত, দীক্ষা এবং শিক্ষা গুরুই হচ্ছেন কোন ব্যক্তির সবচেয়ে বড় গুরুত্বপূর্ণ পারমার্থিক কর্তৃপক্ষ। শাস্ত্রে বলা হয়েছে, ভক্তদের কর্তব্য গুরুদের মান্য করা এবং তাদের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা। গুরুদেবরা এইভাবে তাদের কর্তৃত্ব শিষ্যদের উপর প্রয়োগ করেন এবং তার করার মাধ্যমে গুরুদেবগণ তাদের শিষ্যদের ভক্তি বিকশিত করার ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ দিতে সক্ষম হন। তাই কৃষ্ণভাবনার অগ্রগতির জন্য শিষ্যদের আবশ্যক প্রেরণা এবং প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যাপারে গুরুবর্গ এক তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকেন।

পরিচালনা সংক্রান্ত আধিকারিকের ধারা

পরিচালনা সংক্রান্ত আধিকারিকের ধারায় এবং শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষা অনুসারে, এই সংস্থার অধ্যক্ষতা এবং নিয়ম কানুন প্রয়োগের সূত্রপাত হবে জিবিসি থেকে। আমরা যখন পরিচালন সংক্রান্ত ব্যাপারে 'কর্তৃপক্ষ' শব্দটি ব্যবহার করি, তখন তার দ্বারা আমরা শাস্ত্রের মতো কোনও পরম অভ্রান্ত কর্তৃপক্ষকে বুঝাই না, কিন্তু শুধু সেই আদেশকে বুঝানো হয় যাতে করে শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশের সঙ্গে সংগতি রেখে প্রচার আন্দোলনকে সংগঠিত করা যায়। সেই আদেশকে বহন করার জন্য শ্রীল প্রভুপাদের অনুগামীগণ তাঁর প্রদত্ত পরিচালন ব্যবস্থাকেই গ্রহণ করেছেন যার মাধ্যমে মন্দিরের সংখ্যা বৃদ্ধি, বহিরাগত ভক্তগোষ্ঠির (যারা মন্দিরের বাসিন্দা নয়) সংখ্যা বৃদ্ধি, গুরুকুল এবং কৃষিখামার এবং অন্যান্য অনুকূল সংগঠন ও বিষয়ের বিস্তার ইত্যাদি ব্যাপারগুলি ধর্তব্যের মধ্যে আনা হয়।

এইভাবে এই প্রসারণশীল ক্ষেত্রকে এবং তার সদস্যদের অধিকতর যত্ন নেওয়ার উদ্দেশ্যে এই সংগঠন বর্তমানে নানাবিধি আঞ্চলিক, জাতীয় স্তরের এবং মহাদেশ ভিত্তিক শাসক দলকে অন্তর্ভুক্ত করেছে যাদের মধ্যে রয়েছে জিবিসি, জিবিসি এলাকা ভিত্তিক সচিব, গুরুবর্গ, সন্ন্যাসীবর্গ, আঞ্চলিক সচিব, মন্দির অধ্যক্ষ, বহিরাগত ভক্তগোষ্ঠির প্রচারক, ভ্রাম্যমান এবং গোষ্ঠিভিত্তিক প্রচারকবর্গ, যদিও এগুলির মধ্যেই তা সীমিত নয়।

বিপথগামীতার সংজ্ঞা নিরূপণ

যদিও আদর্শগত বিচারে সবকিছুই ইসকন সম্পর্কে শ্রীল প্রভুপাদের দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে হওয়া উচিত, তবু আমরা দেখেছি যে এক শ্রেণীর কর্তৃপক্ষ অন্য শ্রেণীর কর্তৃপক্ষকে হস্তক্ষেপ করছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ কিছু কিছু পারমার্থিক কর্তৃপক্ষ রয়েছেন যারা কখনো কখনো যোগ্য এবং দায়িত্বশীল পরিচালকদের কাজে হস্তক্ষেপ করেন। তারা নিজেদেরকে সেই এলাকার পরিচালক সংগঠনের অংশ বলে মনে করেন না। যেখানে তাদের প্রচারেরও প্রভাব রয়েছে (যদিও বস্তুতপক্ষে এজন্য তারাও দায়ী)। কিন্তু কখনো তারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সেই সংগঠনের মধ্যেই কোনও কোনও প্রকল্পের পরিচালনা করে থাকেন।

সুতরাং কখনো কখনো তারা ভক্তদের পরিচালনা করেন, টাকা পয়সা এবং এমন কি তাদের অনুগামী এবং নির্ভরশীল ভক্তদের দায়িত্বাধীনে পরিচালিত প্রকল্প গুলিকেও পরিচালনা করেন এবং তা করার ক্ষেত্রে যে সমস্ত পরিচালনা সংক্রান্ত সংগঠনের সঙ্গে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে, তাদের সঙ্গে কোনও সুস্পষ্ট সহমত পোষণ না করেই। এরকম করে, তারা হয়তো অনিচ্ছাকৃতভাবে তাদের অনুগামীদের সেবা নির্দেশ দিয়ে উৎসাহিত করছেন যার ফলে পরিচালন সংক্রান্ত কর্তৃপক্ষের কর্তৃত্বকে এবং এইভাবে তাদের পারমার্থিক কর্তৃপক্ষের নিজস্ব পরিচালন সংক্রান্ত সংগঠনের প্রতি আনুগত্য এবং বিশ্বাস যোগ্যতাকে গোপনে ধ্বংস করছেন।

এই পরিকাঠামো শুধু যে বিভ্রান্তিই সৃষ্টি করছে তাই নয়, তা এক বিচ্ছেদের সুরও সৃষ্টি করছে। এরকম পরিস্থিতি পরিচালকের পক্ষে কলহের কারণ হতে পারে, যদিও কনিষ্ঠতর পরিচালকেরা প্রায়শই সরাসরিভাবে তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করেন না, কারণ তারা বৈষ্ণব অপরাধ করার ভয়ে আতঙ্ক বোধ করেন, বিশেষ করে গুরু বর্গের প্রতি। আবার অন্যদিকে

এমন কিছু পরিচালনা সংক্রান্ত কর্তৃপক্ষ রয়েছেন যারা পর্যাপ্তভাবে ভক্তদের পারমার্থিক যত্ন নেন না। এটি গুরুদেবকে তার শিষ্যের জন্য বিকল্প সঙ্গ বা সেবা দানের পরামর্শ দিতে তার হস্তক্ষেপ করার প্রবণতায় ইন্ধন জুগাতে পারে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, পরিচালকরা হয়তো কখনো কখনো তাদের অধীনস্থ ভক্তদের ভক্তিমূলক সেবায় পবিত্রতার বিকাশ সাধন অথবা শুদ্ধভাবে প্রচার করা কিংবা সাধনার থেকেও পরিচালন সংক্রান্ত লক্ষ্যের উপর বেশী গুরুত্ব দিতে পারে। যদিও উক্ত পরিচালকরা নিজেরা পারমার্থিক ব্যাপারে তাদের অধীনস্থ ভক্তদের কমই সহযোগিতা করেন কিংবা অন্য কর্তৃপক্ষদেরও এব্যাপারে অধিকার প্রদান করেন না, তবু ঐসকল পরিচালকরা ভক্তদের পারমার্থিক বিকাশকে এমন কি অবহেলাও করতে পারেন, বিশেষ করে যারা তাদের পরিচালনা সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গীতে তাদেরকে আর্থিক বা অন্য কোনও উৎসের মাধ্যমে সাহায্য প্রদান করতে পারে না।

পরিচালন সংক্রান্ত কর্তৃপক্ষের প্রতি বশ্যতা স্বীকার

উপরিউক্ত পরিস্থিতি পারমার্থিক এবং পরিচালন সংক্রান্ত কর্তৃপক্ষের মধ্যে একপ্রকার উদ্বেগের সৃষ্টি করে থাকে।

অবশ্য একথা বোঝা যায় যে বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতির উদয় হয়ে থাকে যেখানে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী ভক্তদের আঞ্চলিকভাবে সংগঠিত সংঘের সাথে কোন পরিচালনা সংক্রান্ত সম্পর্ক থাকে না। তবু এমন ধরে নেওয়া উচিত নয় যে বহিরাগত ভক্তদের যত্ন নেওয়ার জন্য আঞ্চলিকভাবে পরিচালিত ব্যবস্থার মধ্যে ভক্ত হতে আগ্রহী ব্যক্তিদের বা প্রত্যেক ভক্তদের অন্তর্ভুক্ত করতে স্থানীয় পরিচালনা সংক্রান্ত সংগঠনে কোনও প্রচেষ্টাই করা হচ্ছে না। সুতরাং ইসকন পরিচালকদের দ্বারা সম্পাদিত সেবার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে, গুরুদেবের কর্তব্য হচ্ছে তার শিষ্যকে কোনও নতুন সঙ্গ বা সেবা দানের পরামর্শ দেওয়ার আগে কিংবা পরিচালন সংক্রান্ত যে কোন সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করার আগে সর্বদাই সেইসব পরিচালকদের সম্মতি চাওয়া যারা ঐসব এলাকার দেখাশোনা করছেন যেখানে তার শিষ্যরা বসবাস করছেন।

সবচেয়ে ভালো হবে গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক শুরু হওয়ার সময় থেকেই শিষ্যদেরকে তাদের স্থানীয় পরিচালকদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার প্রশিক্ষণ প্রদান করা। বহু পরিচালকরা শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত মানদণ্ড অনুসারে গ্রন্থ বিতরণ, বিগ্রহ সেবা, মন্দির পরিচালনা ইত্যাদির দায়িত্ব সাফল্যের সঙ্গে বহন করে চলেছেন।

নির্ভরশীল বলতে শুরু তাদেরকেই বোঝায় না যারা পারমার্থিকভাবে নির্ভরশীল। এমনও দৃষ্টান্ত রয়েছে যেখানে ভক্তরা তাদের পারমার্থিক কর্তৃপক্ষের কাছে আর্থিকভাবে নির্ভরশীল এবং সেইসব পারমার্থিক কর্তৃপক্ষের নিজেদের দ্বারা গঠিত (পরিচালন সংক্রান্ত) সংগঠন দ্বারা আর্থিকভাবে লালিত হয়ে থাকে।

"বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা মানে নিয়মিতভাবে ব্যর্থ না হয়ে সেবা চালিয়ে যেতে হবে এবং তা চিরকালের জন্য।"

সুতরাং গুরুদেবের কর্তব্য হচ্ছে স্থানীয় নেতা এবং পরিচালকদের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে শ্রীল প্রভুপাদের উদ্দেশ্য সাধনে তাদের শিষ্যবর্গকে শিক্ষিত করে তোলা। কিন্তু তার মানে এই নয় যে কোন পরিচালক ধরে নেবেন যে তাঁর অধীনস্থ ভক্তদের বৈধ প্রয়োজনকে উপেক্ষা করার পূর্ণ স্বাধীনতা তার রয়েছে কিংবা যখন গুরুবর্গগণ তাঁদের কাছে অনুরোধ করেন যে তাদের শিষ্যদের যেন যথাযথ যত্ন নেওয়া হয় তখন গুরুবর্গের সেই চিন্তাকে উপেক্ষা করার স্বাধীনতা তার রয়েছে। গুরুবর্গের চিন্তা এবং তাদের শিষ্যদের যত্ন নেওয়ার ব্যাপারে পরিচালকদের সংবেদনশীল হতে হবে।

তবুও যদি কোন গুরু গভীরভাবে অনুভব করেন যে স্থানীয় পরিচালন ব্যবস্থায় তার শিষ্যদের জন্য তিনি যতটুকু দায়িত্ব এবং প্রতিশ্রুতির স্তর চেয়েছেন, সে হিসেবে তার শিষ্যদের প্রতি যা করা হচ্ছে, তা পর্যাপ্ত নয়, তখন তিনি তাদের পক্ষে উচ্চতর পরিচালক বর্গের কাছে আবেদন করতে পারেন, যেমন স্থানীয় জিবিসির কাছে বা ইসকনের অন্যান্য কর্তৃপক্ষের কছে যার তালিকা এই প্রবন্ধের পেছন দিকে দেওয়া হয়েছে।

এই বিষয়টি পরবর্তীকালে আরও বিশদভাবে আলোচনা করা হবে। কিন্তু তা করার আগে আমরা শ্রদ্ধা সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করতে চাই। এখানে আলোচিত মহত্তর বিষয়ের প্রতি শ্রদ্ধা বিশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে উভয় প্রকার কর্তৃপক্ষকেই সুষ্ঠুভাবে সেবা দান করা সম্ভব হবে।

শ্রদ্ধা বিশ্বাসের অবিরাম বিকাশের ভিত্তিতেই গড়ে উঠে কর্তৃত্ব

ইসকনের সবচেয়ে বড় সম্পত্তি হচ্ছে তার সদস্যদের মধ্যে শ্রদ্ধা বিশ্বাস। এমন কি যদি মন্দিরও না থাকে, কোনও প্রকল্প না থাকে, কোন উপার্জন না থাকে, শুধু কয়েকজন অনুগামী যাদের মধ্যে শ্রদ্ধা বিশ্বাসের বন্ধন আছে, তাহলে বাস্তবিক অর্থেই সেখানে সমৃদ্ধি আসবে। নীচের চিঠিতে শ্রীল প্রভুপাদ কী লিখেছেন, বিবেচনা করে দেখুন ঃ

"সংস্কৃতে একটি প্রবাদ রয়েছে যে উৎসাহী ব্যক্তিরাই সৌভাগ্যদেবী লক্ষ্মীর কৃপা লাভ করেন। পাশ্চাত্য দেশে এই স্লোগানের লক্ষণীয় দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। বিশ্বের এই এলাকাতে মানুষ জড় জাগতিক উন্নতির ব্যাপারে অত্যন্ত উৎসাহী

এবং তারা তা লাভ করেছে। অনুরূপভাবে, আমরা যদি শ্রীল রূপ গোস্বামীর উপদেশ অনুসারে পারমার্থিক ব্যাপারে উৎসাহী হয়ে উঠি তাহলে ঐ পথেও আমরা সাফল্য লাভ করতে পারব। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমি পরিপক্ক বৃদ্ধ বয়সে তোমাদের দেশে এসেছিলাম, কিন্তু আমার একটি সম্পদ ছিল—আমার গুরুদেবের প্রতি শ্রদ্ধা এবং উৎসাহ। আমার মনে হয় এই সম্পদই আমাকে কিছু আশার আলোক প্রদান করছে, তোমাদের সহযোগিতায় এ পর্যন্ত যতটুকু সাফল্য আমি লাভ করেছি তার মূলে রয়েছে এই উৎসাহ ও শ্রদ্ধা বিশ্বাস।

এবং ভগবদ্গীতা যথাযথের (৯/৩) শ্লোকের তাৎপর্যে শ্রীল প্রভুপাদ লিখেছেন ঃ কৃষ্ণভাবনায় উন্নতি সাধন করবার জন্য শ্রদ্ধাই হচ্ছে সবচেয়ে মহত্ত্বপূর্ণ অঙ্গ।.....শুধুমাত্র শ্রদ্ধার মাধ্যমেই মানুষ কৃষ্ণভাবনামৃতে অগ্রগতি সাধন করতে পারে।"

যারা পারমার্থিক কর্তৃপক্ষ রয়েছেন, তারা যেন এমনভাবে প্রচার এবং ব্যবহার করেন যে তারা তাদের উপর নির্ভরশীল অনুগামীদের পরিচালনবর্গ সহ ইসকনের প্রতি, শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি, আমাদের সম্প্রদায়ের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা বিশ্বাসকে সুরক্ষা দান করেন এবং পুষ্ট করেন। গুরুবর্গের একটি বাড়তি দায়িত্বও রয়েছে। তা হচ্ছে ইসকনের পরিচালকদের এই বিশ্বাসকে সুরক্ষা দান করা এবং পুষ্ট করা যে এই সকল গুরুগণ পারমার্থিক কর্তৃপক্ষের যোগ্য প্রতিনিধি। গুরুবর্গ যদি বিপরীতভাবে কাজ করেন, তাহলে তারা অন্যদের বিশ্বাসকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে।

বিপরীতভাবে বলা যায়, যারা পরিচালন সংক্রান্ত কর্তৃপক্ষ রয়েছেন, তাদের কর্তব্য হচ্ছে পরিচালনা করা, প্রচার করা এবং এমনভাবে ব্যবহার করা যে তারা পারমার্থিক আধিকারিকদের এবং তাদের শিষ্যদের মনেও বিশ্বাস সৃষ্টি করেন এবং সেই বিশ্বাসকে পুষ্ট করেন। পরিচালকরা যখন তাদের অধীনস্থ ভক্তদের প্রতি যথার্থভাবেই কল্যাণ-চিন্তা প্রদর্শন করেন, তার দ্বারা গুরুবর্গও স্বাভাবিকভাবেই পরিচালকদের সেবায় সহ যোগিতা করার জন্য তাদের শিষ্যদেরকে উৎসাহিত করবেন। কিন্তু পরিচালকরা যদি পারমার্থিক নীতির বিপরীত কার্যে লিপ্ত হন, যে সমস্ত ভক্তদের জন্য তারা দায়ী, সে সমস্ত ভক্তদের পারমার্থিক স্বার্থের সঙ্গে যদি তাদের দ্বন্দ্ব হয়, তাহলে তাও অন্যের বিশ্বাসে ফাটল ধরাবে।

সুতরাং, ইসকনের সদস্যদের বিশ্বাসকে সুরক্ষিত রাখার জন্য, উভয় প্রকার কর্তৃপক্ষের অনুসরনীয় সুস্পষ্ট নীতি নির্ধারণ করা আবশ্যক।

গুরুবর্গ স্বাধীন নন

সুস্পষ্টরূপে নীতি সমূহের সংজ্ঞা নিরূপণ করার প্রয়োজনকে আরও বিশদ করার জন্য, আমরা ইসকনের পরিচালনা সংক্রান্ত পরিকাঠামোর মধ্যে গুরুবর্গের ভূমিকা পর্যালোচনা করব।

শ্রীল প্রভুপাদ যখন সশরীরে উপস্থিত ছিলেন, তখন তিনিই ছিলেন ইসকনের একচ্ছত্র দীক্ষাগুরু, এর প্রধানতম শিক্ষা গুরু এবং জিবিসিরও ঊর্ধে পরিচালনা সংক্রান্ত চূড়ান্ত আধিকারিক।

"আমরা জিবিসির মাধ্যমে আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনকে পরিচালনা করছি। আমাদের প্রায় কুড়ি জন জিবিসি রয়েছেন, যারা সমগ্র বিশ্বের পরিচালনা দেখাশোনা করছেন, আর জিবিসিদের উপরে আমি রয়েছি। জিবিসির অধীনে প্রত্যেক কেন্দ্রে মন্দির অধ্যক্ষ, সচিব, কোষাধ্যক্ষ—এরা রয়েছেন। এইভাবে মন্দির অধ্যক্ষরা জিবিসির কাছে দায়বদ্ধ এবং জিবিসিরা আমার কাছে দায়বদ্ধ। এইভাবে আমরা পরিচালনা করছি।"[৭] (বসুদেবের কাছে চিঠি, নব বৃন্দাবন, ৩০ শে জুন ১৯৭৬)

শ্রীল প্রভুপাদের দৈহিক অনুপস্থিতিতে এখন এই সংগঠন একটু ভিন্ন ধরনের। কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি উপদেশ দিয়ে গেছেন যে ইসকনের পক্ষে জিবিসিই হবে পরিচালনা সংক্রান্ত চূড়ান্ত আধিকারিক। আবার পাশাপাশি তিনি এও নির্দেশ করেছেন যে এই সংস্থায় বহু গুরু থাকবেন ঃ

"যে কেউ ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর যথার্থ প্রতিনিধির তত্ত্বাবধানে মহাপ্রভুর আদেশ অনুসরণ করে গুরু হতে পারেন এবং আমি চাই যে আমার অনুপস্থিতিতে আমার সকল শিষ্যরাই সমস্ত বিশ্বে কৃষ্ণভাবনামৃতের প্রসার করার জন্য যথার্থ গুরু হয়ে উঠবে।"[৮] (মধুসূদনকে চিঠি, নবদ্বীপ, ২রা নভেম্বর, ১৯৬৭)

এ থেকে এক কঠিন পরিস্থিতির সৃষ্টি হল। বহু পারমার্থিক সংস্থায় সংস্থার একচ্ছত্র অধিপতিরূপে একজন মাত্র গুরু থাকেন, যেখানে ইসকনে একটি মাত্র সংস্থায় বহু গুরু রয়েছেন, উপরন্তু সমগ্র সংস্থার চূড়ান্ত পরিচালন কর্তৃপক্ষরূপে কাজ করছেন জিবিসি। ইসকনে যারা গুরুরূপে সেবা করছেন, তাদের কর্তব্য হচ্ছে শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ অনুসরণ করা এবং জিবিসির অধীনে কাজ করা।

এইভাবে গুরুবর্গের দায়বদ্ধতা রয়েছে জিবিসি অনুমোদিত এই নিবন্ধে যে রূপরেখা দেওয়া হল তা সহ সংস্থার সমস্ত কর্মপন্থা এবং আচরণবিধি সমূহকে অনুসরণ করা এবং এর পরিচালন সংক্রান্ত কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তকে মান্য করা। এই দায়বদ্ধতার মধ্যে এই দায়িত্বকেও অন্তর্ভুক্ত করা হল যে গুরুদেব তাদের শিষ্যবর্গকে শুধু তাদের গুরুদেবের সঙ্গ কিংবা

ইসকনের এলাকাভিত্তিক যে পরিচালনা সংক্রান্ত সংগঠন রয়েছে তার সঙ্গে সম্পর্কহীন প্রকল্প এবং তাদের সঙ্গ সমূহের সঙ্গে সঙ্গ করার অনুপ্রেরণা দেওয়ার চেয়েও ইসকনে ইতিমধ্যেই বর্তমান যে পরিচালক দল এবং ভক্তদের যত্নদানকারী সঙ্গ রয়েছে যা তাদের শিষ্যদের বসবাসের এলাকায় অবস্থিত, তাদের সঙ্গ করা এবং সেবা করার ব্যাপারে অনুপ্রেরণা দান করা।

শিষ্যদের কর্তব্য হল তাদের কর্তৃপক্ষদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি না করা

শিষ্যদেরও ইসকন অভ্যন্তরে বৃহত্তর চিত্রটি অনুধাবন করা উচিত। নিশ্চিতরূপে যে কোন নিযুক্ত জিবিসি সদস্য বা ইসকনের অন্য যে কোনও পরিচালক থেকেও একজন গুরুদেব পারমার্থিকভাবে অধিকতর উন্নত হতে পারেন (অপর পক্ষে এরকম ঘটনাও সত্য হতে পারে যে কোথাও স্থানীয় জিবিসি বা ইসকন পরিচালক কোনও বিশেষ গুরুর থেকেও পারমার্থিক বিচারে উন্নততর হতে পারেন) তা সত্ত্বেও, সংস্থার পারমার্থিক পরিচালনার কথা বিবেচনা করে, যা আমরা ইতিমধ্যেই সুস্পষ্টরূপে প্রদর্শন করেছি, শ্রীল প্রভুপাদ জিবিসি এবং এর ব্যক্তিগত সদস্যদের মধ্যে এবং ইসকনের অন্যান্য পরিচালকদের মধ্যে কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা প্রদান করেছেন।

কোনও শিষ্য যদি এই ভুল ধারণা পোষণ করেন যে তার গুরুদেব হচ্ছেন জিবিসির ঊর্ধে এবং ইসকনের কার্যধারা এবং আইনেরও ঊর্ধে, তাহলে গুরুদেবের দায়িত্ব এবং অন্য সকল কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব হল তাদের এই ভুলকে সংশোধন করা। অন্যথায় সেই ভুল ধারণার ফলে এমন কিছু কার্য উদ্ভুত হতে পারে যা তার পারমার্থিক এবং পরিচালনা সংক্রান্ত কর্তৃপক্ষের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করবে।

বস্তুতপক্ষে ঠিক যেভাবে সমস্ত দীক্ষাগুরু এবং শিক্ষাগুরুরা ইসকনের অন্তর্ভুক্ত তাদের নিজস্ব কর্তৃপক্ষকে অনুসরণ করবেন ঠিক একইভাবে বিভিন্ন গুরুর সমস্ত শিষ্যরাও তাদের ইসকন কর্তৃপক্ষকে অনুসরণ করবেন।

সুতরাং নীতি এবং তার বাস্তব দৃষ্টান্ত স্থাপন—এই দুই উপায়ে সমস্ত গুরুদেবেরা শুধু যে তাদের শিষ্যদের ভক্তির বিকাশের জন্য শিক্ষণ প্রশিক্ষণ দেবেন, কেবল তাই নয়, তারা তাদেরকে ইসকনের পরিচালন সংক্রান্ত সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে সে ব্যাপারেও শিক্ষণ প্রশিক্ষণ দেবেন।

যে সমস্ত নীতিগুলি উপস্থাপিত করা হল

গুরুদেবের শিষ্যদের শিক্ষা

ইসকনের প্রত্যেক গুরুর দায়িত্ব যে তাদের প্রত্যেক শিষ্যরা যাতে নিম্নোক্ত নীতিগুলি সুস্পষ্টরূপে বুঝতে পারে, সে ব্যাপারে সাহায্য করা।

১) শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি বিশ্বস্ততা এবং আনুগত্য থেকেই গুরুদেব তার কর্তৃত্ব লাভ করেন। শ্রীল প্রভুপাদের সংস্থা ইসকনের মধ্যে কাজ করার জন্য তাঁর যে আদেশ, তার প্রতি আনুগত্যও এর অন্তর্গত।

২) গুরুদেব হচ্ছেন ইসকনের সদস্য এবং এইরূপে ইসকন জিবিসি নেতৃবৃন্দের সমবেত ইচ্ছার কাছে দায়বদ্ধ।

৩) শুধুমাত্র গুরু হওয়ার মাধ্যমে গুরুদেব ইসকনের সম্পত্তির উপর কোনও বিশেষ অধিকার বা সুবিধা লাভ করেন না। অধিকন্তু গুরুদেব তার শিষ্যদের উপর তার যে অধিকার এবং সুযোগ, তার যেন অপব্যবহার না করেন।

৪) শিষ্যদের কর্তব্য হচ্ছে তাদের ইসকন কর্তৃপক্ষকে একইভাবে অনুসরণ করা ঠিক যেভাবে দীক্ষাগুরু এবং শিক্ষা গুরুবর্গ তাঁদের নিজেদের কর্তৃপক্ষকে মান্য করার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

৫) শিষ্যদের অত্যাবশ্যক কাজ হচ্ছে গুরুদেবের মাধ্যমে কৃষ্ণের কাছে আত্মসমর্পণ করা এবং ইসকনের পরিচালন ব্যবস্থায় যারা তাদের পারমার্থিক অগ্রগতির পথে সহযোগিতা করছেন সেইসব অন্যান্য জেষ্ঠ্য ভক্তদের শ্রদ্ধা করা এবং স্বীকৃতি দেওয়াও এই আত্মসমর্পণের অঙ্গ।

৬) পারমার্থিকভাবে পরিপক্ব পরিচালকরা সেইসব ভক্তদের শিক্ষাগুরু হতে পারেন যারা তাদের দীক্ষিত শিষ্য নয় এবং এই ধরণের সম্পর্ককে দীক্ষাগুরুদেরও পূর্ণরূপে উৎসাহিত করতে হবে।

গুরুদের ব্যবহার

অধিকন্তু পরিচালন সংক্রান্ত আধিকারিকদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করার জন্য এবং পারমার্থিক আধিকারিকদের প্রতি পরিচালকদের শ্রদ্ধা বিশ্বাসকে সুরক্ষিত এবং লালিত করার জন্য প্রত্যেক গুরুদেবের নিম্নলিখিত বিধিগুলি পালনীয় ঃ

১। গুরুদেব যখন প্রথম কোনও স্বীকৃত ইসকন মন্দিরে বা প্রচার কেন্দ্রে যাচ্ছেন, কিংবা আরও ভাল হয় সেখানে পৌঁছানোর পূর্বেই সেখানকার পরিচালককে জিজ্ঞাসা করা যে সেই গুরুদেব কিভাবে তার ভ্রমণের সময়টাতে সেবা দান করতে পারেন (গুরুদেব শুধু তার নিজস্ব বিষয়সূচি অনুসারে প্রচার না করে)।

২। গুরুদেব যদি এমন কোনও স্থানে প্রচার করতে যেতে চান যেখানে কোনও ইসকন মন্দির বা প্রচার কেন্দ্র নেই, সেক্ষেত্রে প্রথমে এলাকা ভিত্তিক জিবিসিকে জিজ্ঞাসা করুন যে আঞ্চলিক নেতাদের মনে ঐ স্থানের জন্য কোনও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আছে কিনা যাতে গুরুদেব সেবা প্রদান করতে পারবেন।

৩। পরিচালনা সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের ব্যাপারে যদি একমত হতে না পারেন, তবুও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা করার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা করতে হবে। যদি কোনমতেই একমত হতে না পারেন, তাহলে গুরুদেব সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই মেনে নেবেন তবে তিনি প্রয়োজন বোধে উচ্চতর কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানাতে পারেন।

পরিচালকদের কর্তব্য

ইসকনের অভ্যন্তরে সহযোগিতার বাতাবরণ সৃষ্টি করার জন্য, পারমার্থিক আধিকারিকদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে, পরিচালনা সংক্রান্ত কর্তৃপক্ষের উপর গুরুবর্গ এবং তাঁদের শিষ্যদের শ্রদ্ধা বিশ্বাসকে সুরক্ষিত ও লালিত করার জন্য সমস্ত পরিচালকদের নিম্নোক্ত নীতিগুলির অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়।

১) দীক্ষাগুরু এবং অন্যান্য পরিব্রাজক প্রচারকরা যখন তাদের এলাকায় প্রচার করতে যান, তখন তাদের পরামর্শ সাদরে শ্রবণ করুন, বিশেষ করে তারা যখন ভক্তদের যত্ন সম্পর্কে কোনও উপদেশ দেন।

২) তাদের উপর নির্ভরশীল ভক্তরা শুদ্ধ ভক্তিমূলক সেবায় নিযুক্ত রয়েছেন এবং দীক্ষা গুরু ও শিক্ষা গুরুর আনুগত্য ও সেবায় নীতিগতভাবে যুক্ত আছেন—এই বিশ্বাসকে সুরক্ষা দান করুন।

৩) পরিচালনার গণ্ডীতে ভক্তদের যত্ন নেওয়ার ব্যবস্থাকে উৎসাহিত এবং সমর্থন করা (অর্থাৎ উপদেশ প্রদান ব্যবস্থা, ব্রাহ্মণ উপদেষ্টামণ্ডলী ইত্যাদি)।

৪) এটি নিশ্চিত করা যে পরিচালনা সংক্রান্ত কর্তৃপক্ষরা নিজেরাই ভক্তদের যত্ন নেওয়ার নীতিতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত।

৫) সফরকারী গুরুদের তাদের শিষ্য সমূহের সার্বিক কল্যাণ ও পারমার্থিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে অবগত করুন।

৬) সফরকারী গুরু এবং পরিব্রাজক প্রচারকদের ঐ সকল শিষ্য সমূহের কাছে পৌঁছানোর ব্যাপারে উৎসাহ ও সাহায্য প্রদান করুন যারা তাদের সাহায্যের প্রতি সবচেয়ে বেশী সাড়া দেবেন।

৭) নিশ্চিত করুন যে দীক্ষার সুপারিশের ব্যাপারে নিরপেক্ষ ব্যবস্থা রয়েছে যাতে অন্যান্য চাপকে বরদাস্ত করা হয় না কিংবা স্থানীয় পরিচালকদের পরিচালনার সুবিধার জন্য স্বার্থকেন্দ্রিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয় না।

সার সংক্ষেপ

ভক্তদের পূর্ণ বিকশিত পারমার্থিক জীবনের প্রগতি সাধন করার জন্য শ্রীল প্রভুপাদ ইসকনের জন্য সুস্পষ্ট কর্তৃত্ব ধারা সমন্বিত পরিচালনা সংক্রান্ত সংগঠন সৃষ্টি করেছেন। ইসকনের প্রত্যেক সদস্যকে এই সংগঠনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে এবং এর মধ্যেই কাজ করতে হবে। পরিচালনা সংক্রান্ত সংগঠনের উদ্দেশ্য হচ্ছে আধ্যাত্মিক ঃ কার্যকরী প্রচার কৌশল, সেবার সুযোগ, ভক্তসঙ্গ ইত্যাদি দানের মাধ্যমে ইসকনের সদস্যদের পারমার্থিক প্রগতিকে সুযোগ সুবিধা প্রদান করা। আবার একইসঙ্গে একজন সদ্‌গুরুর কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণের মৌলিক গুরুত্বকেও ইসকন দৃঢ়তা সহকারে সমর্থন করে।

সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ অবশ্যই আমাদের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শ্রীল প্রভুপাদ যিনি ইসকনের বহু ভক্তের দীক্ষাগুরু এবং প্রত্যেক ভক্তের প্রধানতম শিক্ষাগুরু, বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে। এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছেন বর্তমানে ইসকনে সেবারত বহু শিক্ষাগুরু এবং দীক্ষাগুরু গণ।

সমস্ত গুরু এবং তাদের শিষ্যদেরও কর্তব্য হচ্ছে অনুরূপভাবে আমাদের সংস্থার বহু পরিচালকদের গুরুত্ব অনুধাবন করা যারা শিষ্যদের প্রশিক্ষণ এবং পথ নির্দেশনার কাজে সাহায্য করেন এবং তাদের পারমার্থিক প্রগতির জন্য ইসকন যেসব সুযোগ সুবিধা দিয়ে থাকে সেসবের তত্ত্বাবধান করেন। সমস্ত গুরুবর্গ এবং তাঁদের শিষ্যরা যেন ইসকনের পরিচালন ব্যবস্থার মধ্যে সহযোগিতাপূর্ণভাবে সেবা করেন, তা তাদের নিজেদের পারমার্থিক কল্যাণের জন্য এবং সংস্থার পুষ্টিসাধনে সাহায্য করার জন্য।

এই পারস্পরিক সহযোগিতামূলক ও শ্রদ্ধাপূর্ণ মানসিকতা হচ্ছে এই সংস্থার একতাকে সংরক্ষণ করে শ্রীল প্রভুপাদকে প্রসন্ন করার এবং সঙ্কীর্তন আন্দোলনকে প্রসারিত করার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়।

ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভাবধারায় ভাবিত হয়ে শ্রীল প্রভুপাদ আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন যে এই সঙ্কীর্তন আন্দোলন সমস্ত বিশ্বে, "পৃথিবীতে যত আছে নগরাদি গ্রাম"—সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ুক। তিনি তার সেই আকাঙ্ক্ষাকে ব্যক্ত করেছেন তাঁর অবিরাম পর্যটন, গ্রন্থ রচনা এবং প্রবচন প্রদানাদির মাধ্যমে। তিনি তাঁর শিষ্যদের অনুরোধ করে গেছেন বিশ্বের সর্বত্র কেন্দ্র খোলার জন্য, গ্রন্থ বিতরণ করার জন্য, আকর্ষণীয় উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করার জন্য এবং প্রসাদ বিতরণ ইত্যাদি সেবা সম্পাদন করার জন্য। এই ছিল শ্রীল প্রভুপাদের মনোবাঞ্ছা যে ইসকন শুধু প্রসারিত হয়ে চলুক, ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা শ্রেয় কৈরব চন্দ্রিকা রূপে জগতে উদিত হোক।

এই উদ্দেশ্যেই শ্রীল প্রভুপাদ পারমার্থিক সংস্থা রূপে এবং এক পরিচালক মণ্ডলীর সংগঠন সহ ইসকনের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই সংগঠনের উদ্দেশ্য হচ্ছে তিনি যে মানদণ্ড স্থাপন করে গেছেন তাকে লালিত করা, ভক্তদের পারমার্থিক আশ্রয় ও তুষ্টি পুষ্টি প্রদান করা এবং সঙ্কীর্তন যজ্ঞের সমৃদ্ধি ও পৃষ্ঠপোষকতা করা। সমস্ত বদ্ধ জীবকে গৌর-নিতাইয়ের কৃপা বিতরণ করার মাধ্যমে শ্রীল প্রভুপাদকে প্রসন্ন করার উদ্দেশ্যে ইসকনের গুরুবর্গ, শিষ্যসমূহ, এবং পরিচালক মণ্ডলী প্রত্যেককে ঠিক একইভাবে পারস্পরিক সহযোগিতায় সম্পুষ্ট হয়ে কর্ম করা।